intern ACADEMY

সাব্বীর আহম্মেদ

ডিজাইন রোডম্যাপ

সিক্রেট সাকসেস ফর্মুলা ফর ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার

ক্রিয়েটিভ জগতে স্বাগতম এবং শুরুতেই ধন্যবাদ আগামী দিনের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। আমি জানি আপনি এই বইটি পড়তে শুরু করেছেন মানেই আপনি ভিশনারি। স্বপ্ন অনেক বড়। জেনে না জেনে ডিজাইন সেক্টরে এসেছেন, ভালো কাজ করছেন এবং ইনকামও করেছেন হয়তো তবে এই সেক্টরে কি করলে আরোও ভালো কিছু করবেন সেটার রোডম্যাপটা হয়তো অনেকেরই মিসিং। আর এজন্যই আপনার জানার আগ্রহ অনেক বেশি বা জানার ক্ষুধা রয়েই গেছে।

তবে এখানে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হওয়ার বেশ কিছু ট্রিকস দেওয়া আছে এবং হিডেন কিছু বলা আছে প্রতিটা পৃষ্ঠার মধ্যে। পাবেন সলিড ডিজাইন রোডম্যাপ।

আমরা বাঙ্গালী! বড় কথা হচ্ছে আমরা ডিজাইনার। কেউ আমাদের পুশ না করলে আমরা কাজ করতে চাই না বা নিজের ইচ্ছায় করি না। এই বইটি আপনার ডিজিটাল পুশ করবে কাজ করার জন্য শেখার জন্য এবং করার জন্য। যেটা আমাদের সবার লাইফে একান্তই দরকার। কেননা এখনকার এই যুগে যে যত বেশি জানে বা যার যত স্কীলস, তার তত ডিমান্ড, তার ক্লাইন্ট ও তত বেশি। এখন কথা হচ্ছে বেশি ডিমান্ড বাড়াতে হলে কি জানতে হবে? বেশি টুলস নাকি টুলস এর বাইরের লার্নিং?

ভালো ক্লাইন্ট কিংবা ভালো জব পাওয়া সহজ উপায় কি?

ভালো প্রশ্ন,
উত্তর টা একটু সহজ, আপনি নিজেও জানেন বাংলাদেশে প্রফেশনাল নাম ধারী গ্রাফিক্স ডিজাইনারের অভাব নেই। তবে তারা শুধু মাত্র টুলস জানে, মানে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর। কিন্তু টুলস এর বাইরের লার্নিং টা খুব কম জানা তাদের, মানে থিওরিক্যাল লার্নিং। পুরো বইয়ে কথা বলবো ভালো ক্লাইন্ট কিংবা ভালো জব টা পাওয়া সহজ উপায়।

সূচিপত্রঃ

- করিমের ডিজাইনিং
- কেন করিমের ইনকাম কমতে থাকে
- করিমের ভালো জব এবং ক্লাইন্ট না পাবার কারণ
- তাহলে করিমের যা যা করা একান্তই দরকার ?
- মাসিক সর্বনিম্ন কত টাকা ইনকাম করা যায়
- কার থেকে শেখা বেটার
- কি শিখবেন এই সব ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের থেকে
- Rajeev Mehta কি বলেছে ?
- আমার কি করতাম
- আমার ভালো জব এবং ভালো ক্লাইন্ট পাবার গোপন রহস্য
- একজন ভালো ডিজাইনার হতে গেলে কি কি প্রপার আয়ত্তে আনা লাগবে
- আগামী দিনে কি কি না শিখলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে
- কেন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেন্টরের থেকে কাজ শেখা জরুরী?
- কিভাবে শিখবো?
- না শিখলে কি ক্ষতি হবে?

করিমের ডিজাইনিং

চলুন একটা গল্প শুনি,

করিম নামে এক ২৫ বছরের ছেলে সে দাবি করে সে একজন প্রফেশনাল ডিজাইনার, কিন্তু সে শুধু ইলাস্ট্রেটর এবং ফটোশপ এর টুলস পারে, সে লোগো নিয়ে ফাইভার আপ-ওয়ার্কে কাজ করতো। মাঝে মাঝে হাল্কা স্যোসাল মিডিয়ার ক্রিয়েটিভ করতো তবে তেমন একটা হতো না। কারন সে ইউটিউব দেখে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে রেকর্ডেড কোর্স কিনে হাল্কা টুলস এর কাজ শিখেছে। কিন্তু টুলস এর বাইরে সে ক্রিয়েটিভ থিংকিং বা আইডিয়া জেনারেট করতে পারে না, একটা কাজে কিভাবে ফিনিসিং দিতে হয় এটা জানে না, কোথায় কোন কালার, টাইপোগ্রাফি দিতে হয় সে ভালো দিতে পারে না, কাজ করতে গেলে অনেক সময় চলে যায় এবং কাজ করতে গেলে কাজ কপি হয়ে যায়, তার পোর্টফোলিও তে ও ভালো কাজ নেই।

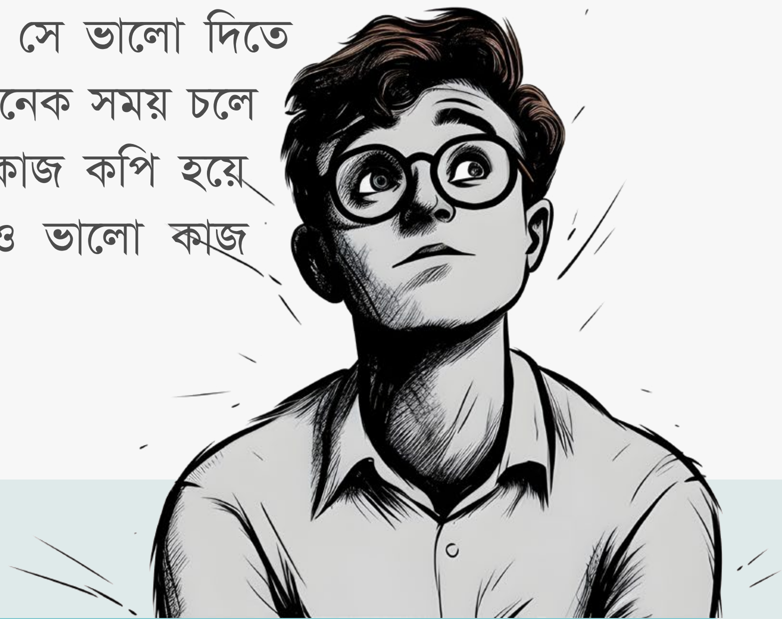

এভাবে করতে করতে দিন দিন তার অর্ডারও কম, ইনকাম ও কমতে থাকে, ক্লাইন্ট ও পাচ্ছে না। ফ্রিলান্সিং ছেড়ে জবের চেষ্টা করছে কিন্তু ভালো পোর্টফলিও না থাকার কারনে কোথাও জব ও হচ্ছে না। ওদিকে আবার ফ্যামিলির প্রেশার। দিন শেষে হতাশায় ভুগছে করিম। করিম দোষ দিচ্ছে তার নিজের ভাগ্যকে। হয়তো ভাবছে তার কপাল ই খারাপ। তবুও সে চেষ্টা করে যাচ্ছে যদি ভালো কিছু করা যায়।

কেন করিমের ইনকাম কমতে থাকেঃ

কিন্তু এই সকল সমস্যার মুল কারন হইলো করিম ডিজাইন এর টুলস শেখার পাশাপাশি ডিজাইনের ডীপ নলেজ বা থিওরি পার্ট টা শিখে নাই।
সে ডিজাইনার কিন্তু সে জানেই না,

- হিস্ট্রি অফ আর্ট এন্ড ডিজাইন কি
- ডিজাইন কোন জায়গা থেকে আসছে
- কাষ্টমার/ ক্লাইন্ট সাইকোলজি কি
- কিভাবে ডিজাইন নিউরো মার্কেটিং ইউজ করে ক্লাইন্ট এর কাজ করবে
- সে কাদের জন্য কাজ করছে ,
- কিভাবে টি.জি (টার্গেট গ্রুপ) বুঝে ডিজাইন করবে
- কোথায় ব্রিদিং স্পেস দিতে হবে
- ব্র্যান্ড ফোকাস করে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইমেজ কিভাবে কোন সাইট থেকে কিভেবে সংগ্রহ করবে
- ডিজাইনে কোথায় কপি টেক্সট বা কি টেক্সট দিয়ে ডিজাইন করতে হবে
- কোন ডিজাইনের জন্য কোন ফন্ট ইউজ করবে
- ডিজাইনের প্যাকেজ এ কত কি রাখবে
- কোন ডিজাইনের কত টাকা চার্জ করবে
- কি ভাবে নতুন ক্লাইন্ট হান্ট করবে এবং পরবর্তীতে তার থেকে আরও কাজ বের করবে
- কি সার্চ দিলে কি আসবে
- নিজের টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারে না

করিমের ভালো জব এবং
ক্লাইন্ট না পাবার কারণঃ

- পোর্টফোলিও তে কোয়ালিটিফুল কাজ নেই তার
- ভালো গাইডলাইন পায় নি
- ডিজাইন করতে গেলে আইডিয়া আসে না
- ডিজাইন ফুটিয়ে তুলতে পারে না
- নীট এন্ড ক্লিন এবং মিনিমাল ডিজাইন করতে পারে না
- কালার, টাইপোগ্রাপফি, কম্পোজিশন সেন্স কম
- ডিজাইন সাইকোলজি সিক্রেট জানে না
- ডিজাইনে কেউ ফিডব্যাক দিলে নিতে পারে না
- ডিজাইন করতে গেলে ওভার থিংকিং করে মাথা গরম করে ফেলে এবং দ্রুত কাজের আউটপুট বের করতে পারে না
- টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারে না
- ডিজাইন ট্রেন্ড ফলো করে না
- ভালো একটা সিভি নেই তার
- কোন ডিজাইন কার জন্য করছে এটা সে জানে না
- থিংকিং নলেজ খুব কম
- অন্যের কাজ কপি করে পোর্টফোলিও তে রেখেছে
- কাজ প্র্যাকটিস করার সময় বের করতে পারে না
- কমিউনিকেশন স্কীলস অনেক দুর্বল
- প্রেজেন্টেশন ভালো দিতে পারে না
- রিসার্চ কম করে

এমন আরও অনেক কিছু আছে...

তাহলে করিমের যা যা করা একান্তই দরকার ?

আমি বলবো যেহেতু দীর্ঘদিন করিম ডিজাইন নিয়ে আছে হয়তো কোন কোর্স করে কিংবা অন্য কোন ভাবে করিম স্কীল ডেভেলপমেন্ট করে এই পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হয়তো আরও ভালো এক্সপার্ট কারোর থেকে গাইডলাইন পেলে করিম নিজেকে এক্সপার্ট লেভেল এ নিয়ে যেত।
কে সহযোগিতা করবে করিম কে?

তাহলে করিম কে খুঁজতে হবে কই থেকে শিখবে -

যেটা অন্যান্য একাডেমি কিংবা আইটি ইনস্টিটিউট এর থেকে সম্পুর্ন ভিন্ন, এডভান্স কারিকুলাম এবং হাই সাকসেস রেট।

- সাকসেস এর কোন শর্টকার্ট টেকনিক না শিখে বরং ডিজাইনের শর্টকার্ট কোন টেকনিক শেখা জরুরী।
- ডিজাইন সম্পর্কে প্রপার নলেজ রাখা এবং প্রয়োগ করতে পারা।
- বর্তমান সময়ের হট ট্রেন্ড / টুলস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) কে কাজে লাগিয়ে ডিজাইনে প্রডাক্টিভিটি এবং ডিজাইন ইম্প্রুভ করা।
- কোয়ান্টিটি তে ফোকাস না করে কোয়ালিটিফুল কাজ করা বা শেখা।
- বেশি বেশি বই পড়া, পডকাস্ট দেখা, জার্নাল এক্টিভ থাকা, আর্টিকেল পড়া।
- ডিজাইন কমিউনিটি বা ডিজাইনার সিনিয়রদের সাথে কানেক্টেড থাকা।
- স্যোসাল মিডিয়াতে সময় না দিয়ে রিসার্স এ সময় বেশি দেওয়া।

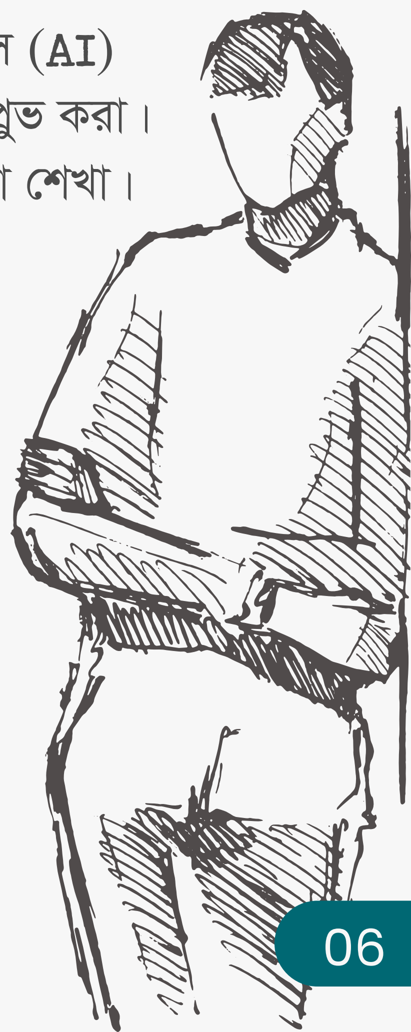

মাসিক সর্বনিম্ন কত টাকা ইনকাম করা যায়

আমরা মাসে লাখ টাকা ইনকাম করতে চাই। অথচ আমাদের অনেকের ই এটা স্বপ্ন। উপরের এই সব ভালো কাজ জানা থাকলে প্রতিদিন মাত্র ০৩ টা করে ডিজাইন করেই কিন্তু মাসে লাখ টাকা ইনকাম করা সম্ভব।

চলুন জেনে নিই কিভাবে?

প্রতিদিন যখন ৩ টা ডিজাইন করেন আর পার ডিজাইন ভ্যালু যদি ১১০০ টাকা হয়।

১১০০ X ০৩= ৩৩০০ টাকা
৩৩০০ X ৩০= ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)

আমারা ইনকাম করতে চাই কিন্তু প্রপার কাজ শিখতে চাই না। শুধু ভাবি টুলস তো পারি ই এত্ত কিছু শিখে কি করবো। হ্যা এটাই তো বোকামি। লার্নিং এর

পিছনে যত ইনভেস্ট করবেন, ঐ লার্নিং এর ইনভেস্টের ১০০X বেশি ইনকাম করতে পারবেন।

তবে হ্যাঁ কোথায় থেকে শিখবেন
কার থেকে শিখবেন এটা ম্যাটার কিন্তু।

ডিজাইন এর আডভান্স নলেজ শিখতে

কার থেকে শেখা বেটার

কথায় আছে না, মরলে হাতির পারায় মরবো।
আপনি ডিজাইনার, প্রপার ডিজাইন শিখবেন তাহলে বড় বা ভালো কারোর থেকে শেখা ভালো।

যদি প্রেস এবং প্রিন্টিং সেক্টরে কাজ করতে চান তবে যারা বিগত দিনে প্রেসে কাজ করেছে বা প্রেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এদের থেকে শিখতে পারবেন। এরা আপনাকে প্রেসের খুঁটিনাটি ভালো করে শেখাবে।

আর অন্যদিকে
আপনি যদি এডভার্টিজিং এজেন্সি বা কর্পোরেট এ কাজ করতে চান বা বাইরের ক্লাইন্ট এর কাজ করতে চান এবং ভালো একজন ডিজাইনার হতে চান তবে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

এদের অভিজ্ঞতা টা অন্যরকম। এক কথায় বলতে গেলে খনি। এদের থেকে যদি শিখতে পারেন তবে জীবনে পিছিয়ে থাকতে হবে না। কারণ এদের কাছে প্রপার জিনিস শিখতে পারবেন।

প্রশ্ন আসতে পারে না?

কি শিখবেন এই সব ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের থেকে

এদের থেকে টুলস এর বাইরের জিনিস শিখেন যেটা ডিজাইন লাইফে অন্যরকম কাজে লাগবে। মূল কথা টুলস আপনি ইউটিউব, রিলস, কিংবা বিভিন্ন রেকর্ডেড কোর্স থেকে শিখতে পারবেন। সেখানে হয়তো টুলস শিখতে পারবেন কিন্তু এই সব থিওরিক্যাল জিনিসপত্র খুব কম পাবেন।

কথা হচ্ছে টুল সবই এক রকম । মানে আপনি পাথ করা শিখবেন সেটা সবাই ই পেন টুল দিয়ে দেখাবে। একজন একটা ভিডিও বানালো, সেটা দেখে অন্য ইউটিউবার ভিডিও বানাচ্ছে। তবে হ্যাঁ কেউ কেউ এক এক স্টাইলে দেখাবে, ছোট বেলার অংক করার মত।

খুঁজে দেখেন তো যাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল ইউটিউবে দেখেন তারা কয়জন প্রফেশনাল ডিজাইনার। টিউটোরিয়াল বানানোই একটা পেশা। বাট যারা ডিজাইন কোর ব্যাকগ্রাউন্ডের বা এডভার্টিজিং এজেন্সির কয়েকজন ইউটিউবে ভিডিও দেয়?

এদের এই সময় আছে? পাবেন না এদের কোন ভিডিও।
ইভেন এদের কোর্স ও খুব কম পাবেন। কারণ এদের এই সময় নাই কোর্স করানোর বা ভিডিও বানানোর। কথা সত্য কিনা একটু যাচাই করে দেখবেন।

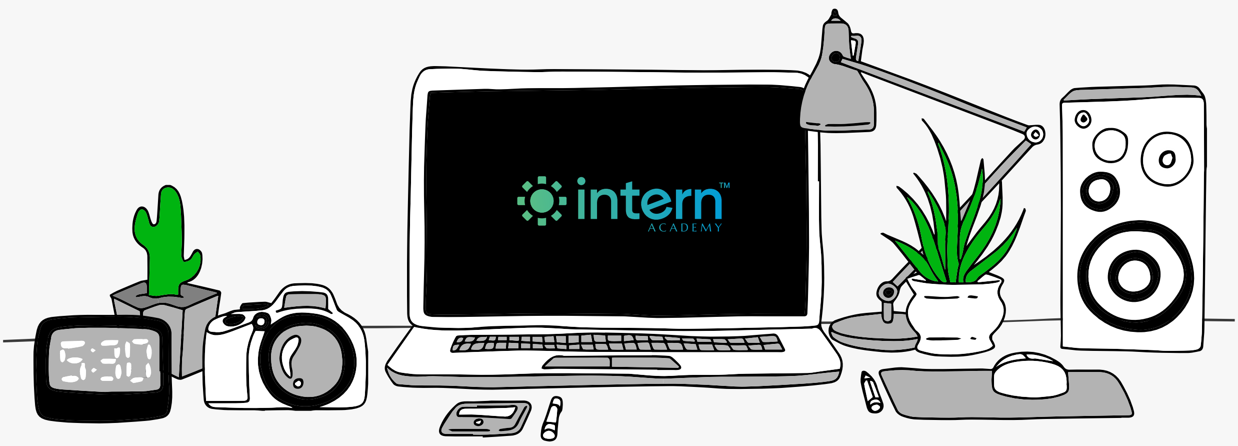

Rajeev Mehta কি বলেছে ?

মোট কথা হচ্ছে ডিজাইনের ১০০% এর মধ্যে ৩০% টুলস শিখবেন বাকি ৭০% টুলস এর বাইরের লার্নিং থিওরি পার্ট শিখবেন। কিছু দিন আগে ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রির লিজেন্ড Rajeev Mehta তার এক ভিডিও তে বলছিলো ডিজাইনের থিওরি পার্ট শেখার গুরুত্ব টা। তিনি নিজেও থিওরি পার্ট এর প্রতি অনেক সিরিয়াস।

কেন বলছি জানেন?
আচ্ছা বলেন তো- কেউ যদি প্রতিনিয়ত আপনাকে মাছ ভাজি করে খাওয়ায় সেটা ভালো নাকি একদিন মাছ ভাজি করা শিখিয়ে দিলো সেটা ভালো?

নিশ্চয়ই বলবেন, মাছ ভাজি করা শিখিয়ে দেওয়াটায় তো ভালো, যেন সারাজীবন যে কোন সময় নিজ নিজে ভাজি করে খেতে পারবো। তখন আর কারোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

ঠিক ধরছেন।
এটাই হচ্ছে ডিজাইনের থিওরি পার্ট।

মনে করেন, যদি একবার শিখতে পারেন কি ভাবে ক্লাইন্ট এর থেকে কাজ নিতে পারবেন, কেন আপনার কাজ ক্লাইন্ট পছন্দ করে লং টাইম আপনার সাথে কাজ করবে, আপনি একজন ডিজাইনার হয়ে কাষ্টমার সাইকোলজি বুঝে ডিজাইন করছেন, যে ডিজাইন করছেন সেটা দিয়ে অনেক বেশি সেলস আসার কারণে কোম্পানি / ব্র্যান্ড অনেক লাভবান হয়েছ। যেটা শিখে আপনার ওয়ার্কিং টাইম কমে আসছে, ডিজাইনের ব্রিদিং স্পেস এবং কোথায় কি দিলে ডিজাইন ভালো হয় সেটা বুঝে গেছেন। তাহলে তো আর কোন কথায় নেই ।

এইবার আপনাকে ঠেকায় কে। আপনি এখন জ্বলন্ত আগুনের খনি।

শুনুন কিছু গ্র্যাজুয়েটদের কথা
তাদের মুখ থেকেই কি কি শিখেছে

আমার কি করতামঃ

আমার নিজের একটা গল্প বলি,
আমি একটা কার্গো সার্ভিস কোম্পানীর এর ডিজাইন করতাম। একটানা কয়েক বছর ধরে ওদের কাজ করছি। অনেক টাকার কাজ করেছি এবং পার ডিজাইন ২৫০০, ৩৫০০ টাকা করে নিতাম আরোও ৪ বছর আগে। এটা বাংলাদেশের ক্লাইন্ট, ভাবা যায়?

মাঝে আমি কিছুদিন আমার নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কিছুদিন গ্যাপ দিয়েছি, ঐ সময়ে সে একটা এজেন্সির কাছে গিয়েছে পার ডিজাইন ১১০০ টাকা করে করতো। কয়েকদিন করার পর আর করে নি। আমার কাছে এসে বলে ভাই আপনাকেই করতে হবে। ওদের ডিজাইন ভালো লাগে না। ঐ সময়ে আবার শুরু করি।

ঐ কোম্পানির ফাউন্ডার দুবাই গিয়ে অন্য বিজনেস শুরু করছে, সেখানের কাজ টা ও আমাকে দিয়ে করেছে। চার বছরে একদিন ওদের অফিসে (ঢাকা) গেলাম (ফাউন্ডার বিদেশ যাওয়ার পর) তখন কার্গো সার্ভিস এর সি ই ও আমাকে কে বলেন, সাব্বীর ভাই আপনি এমন কি করেছেন যে - স্যার বলে গিয়েছে ডিজাইন করলে সাব্বীর কে দিয়েই করাতে। তখন আমি বললাম আমাকে ডিজাইনের শুধু ব্রিফ দিতো আর কোন চিন্তা নেই , আমি জানি আপনার কাস্টমার কি খায়, সেটাই দেই। কারন সে শুধু বলতো ভাই এইটার ডিজাইন লাগবে, কনসেপ্ট, কপি সব আমি ই দিয়ে ডিজাইন করে দিতাম কোন ফিডব্যাক থাকতো না। কারণ ব্র্যান্ড টা ওন করে নিয়েছিলাম।

এভাবে আপনি ও করতে পারবেন। শুধু একটু নিজের স্কীলের প্রতি নজর দিন এবং ভালো করে শিখুন।

আমার ভালো জব এবং
ভালো ক্লাইন্ট পাবার গোপন রহস্যঃ

আমি দীর্ঘদিন ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে আসছি। শুরুতে ভালো একটা জব পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। না ছিলো ভালো পোর্টফলিও না ছিলো মামা খালু বা গাইড লাইন দেওয়ার মত কোন বড় ভাই।

নিজের ইচ্ছাশক্তি, সাহস এবং পরিশ্রম করার মন-মানুষিকতা আজ গন্তব্যের পথে নিয়ে আসছে। কাজ করতে করতে একটা পর্যায়ে অভিজ্ঞতার ভান্ডার যখন ভারি হয়ে আসছে তখন ক্লাইন্ট আমাকে খুঁজে। ক্লাইন্ট কে খুঁজতে হয় না।

আমি সব সময় ক্লাইন্টদের সমস্যা সমাধান করে দিয়ে আসছি এবং করি। তাদের পণ্যের টি জি (টার্গেট গ্রুপ) কারা, কি এবং কিভাবে কমিউনিকেশন করলে কাস্টমাররা খুব সহজে পন্য সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং কিনবে এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। যার কারণে তাদের পছন্দের তালিকায় আমি সব সময় ই প্রথমে।

ক্লাইন্ট চায় নীট এন্ড ক্লীন ডিজাইন, ইজি কমিউনিকেশন। তবে হ্যাঁ অনেক ক্লাইন্ট আছে যারা উল্টা পাল্টা ফিডব্যাক দিয়ে সুন্দর ডিজাইনটা কে নষ্ট করে দেয়। আপনি যদি তাদের সুন্দর ভাবে হ্যান্ডেল করতে পারেন তবে সেই ক্লাইন্ট আপনার ভক্ত হয়ে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে কি ভাবে কি বুঝালে ক্লাইন্ট আপনার কথা মত চলবে বা ডিজাইন কিভাবে কি করলে ক্লাইন্ট পছন্দ করবে এইগুলা খুব সিক্রেট।

আমি কিছু কিছু টেকনিক এপ্লাই করে থাকি ডিজাইনে এবং ক্লাইন্টদের উপর যেটা ক্লাইন্ট ও খুশি আবার কাজ ও সুন্দর হয়। একটানা দীর্ঘদিন ধরে একই ক্লাইন্টের কাজ করে যাচ্ছি এই সব টেকনিক এপ্লাই করে।

এমন সব দারুণ দারুণ টেকনিক নিয়ে কথা বলবো
Ultimate Design Hacks এ ।

Ultimate Design Hacks- Details

কি কি শেখা দরকার- বিস্তারিতঃ
https://forms.gle/tzKGMucrRcKcw4FZ8

প্রথম ৩০ জন যে গিফট পাবেনঃ

- ওয়ান টু ওয়ান ক্যারিয়ার কনসালটেন্সি সেশন যার ভ্যালুঃ ৪,০০০ টাকা
- ৫০ কোম্পানি ব্র্যান্ড গাইডলাইন
- ডিজাইন রিলেটেড বুক

(কোরআন হাফেজ এবং ফিজিক্যালি ডিজেবলদের জন্য স্পেশাল অফার)

Ultimate Design Hacks Admission form:
https://forms.gle/iCtDYQMXYJE34KKQ8

একজন ভালো ডিজাইনার হতে গেলে কি কি প্রপার আয়ত্তে আনা লাগবেঃ

১। ডিজাইন হিস্ট্রি
২। ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট ভেল্যু
৩। ডিজাইন এবং ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে টিপস এন্ড ট্রিকস
৪। ক্রিয়েটিভ আইডিয়া জেনারেট প্রসেস
৫। ডিজাইনে কমিউনিকেশন স্কীলস
৬। মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে সিক্রেট ট্রিক্স
৭। ডিজাইন ট্রেন্ড এবং রুলস
৮। হাউ টু টেল এ স্টোরি
৯। টাইম ম্যানেজমেন্ট
১০। লে-আউট
১১। টাইপোগ্রাফি
১২। কালার / গ্রেডিয়েন্ট / কালার থিউরি
১৩। ক্রিয়েটিভ পারফেকশন
১৪। প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন
১৫। ক্লাইন্ট হান্টিং, ম্যানেজ এবং হ্যান্ডেল
১৬। ব্র্যান্ড ফোকাস করে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইমেজ সার্চ
১৭। কর্পোরেট সিক্রেট
১৮। ব্র্যান্ডিং সিক্রেট
১৯। পার্ফেক্ট স্যোসাল মিডিয়া ডিজাইন
২০। প্রফেশনাল সিভি তৈরি
২১। প্রফেশনাল পোর্টফোলিও তৈরি
২২। পোর্টফোলিও তে মিনিমাম ১০০+ কোয়ালিটিফুল প্রফেশনাল কাজ রাখা
২৩। প্রেজেন্টেশন স্কীল ডেভেলপমেন্ট।

আগামী দিনে
কি কি না শিখলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।

যে হারে ডিজাইনার বের হচ্ছে এটা একটা রণক্ষেত্রতে পরিণত হচ্ছে।
সবাই ডিজাইনার।

তবে হ্যাঁ কথা হচ্ছে আপনি কিভাবে পরিচয় দিবেন?

শুধু কি ডিজাইন জানলে টিকতে পারবেন?
এক কথায় টাফ হবে। হয়তো ছিটকে দূরে চলে যেতে হতে পারে।

আগামী দিনে দাম হবে তাদের, যারা ডিজাইনের সাথে মার্কেটিং+ স্টোরি টেলিং + কাষ্টমার সাইকোলজি + কমিউনিকেশন প্রসেসি নিয়ে বেশি জানবে এদের ডিমান্ড দিন দিন বাড়াতেই থাকবে। এবং এ আই (AI) Promote সম্পর্কে ভালো জ্ঞ্যান থাকতে হবে।

এখন আপনিই নিজেই ভেবে দেখেন আপনার অবস্থান কোথায়...
এই গুলার কত্তুটুকু জানেন.... প্রশ্ন রেখে গেলাম।

যারা এই বিষয় গুলা ভালো জানে দেখেন তারাই এখন মার্কেট লিড দিচ্ছে এবং ভালো টাকা কামাচ্ছে। আর এদিকে আমরা আফসোস করছি কেন আমার ক্লাইন্ট নাই, কেন আমার ইনকাম নাই, কেন ভালো কিছু করতে পারছি না।

আমি সাব্বীর বরাবর ই ক্লাইন্ট রিফিউজ করি। মানে ক্লাইন্ট কে বলি আমার হাতে সময় নেই এবং ছোট খাটো প্রজেক্ট ধরি না। আমার কাছে ছোট প্রজেক্ট মানে অন্যদের কাছে বিশাল বড় প্রজেক্ট। বেশি জোরাজোরি করলে বলি ২ মাস পর কাজ পাবেন। এতেও রাজি হয়।

এখন বলি কেন আমার থেকে কাজ করাতে চায়?

কারণ তারা জানে আমি মার্কেটিং ভালো জানি বুঝি, স্টোরি টেলিং এ ভালো, কাষ্টমার সাইকোলজি, কাষ্টমার বিহ্যাবিয়ার টা বুঝি। ছো কি বললে কাষ্টমার ডিজাইন টা খাবে আই মিন প্রডাক্ট সেল হবে এটা আমি সহজেই বলে দিতে পারি। এতে ক্লাইন্টের সেলস গ্রো করে আর লাভবান হয়।

সুতরাং দেরি কেন যত্ত দ্রুত সম্ভব প্রপার স্কীল শিখে নিন।

এখন আবার প্রশ্নঃ

ভাই আমি তো ডিজাইন শিখতে চাই তাইলে আবার এই গুলা এখন শিখতে হবে?

দেখেন আপনার যেটা ভালো মনে হয়। সেটাই করেন।
ইন্ডাস্ট্রির ভাই হিসাবে আমার মনে হইলো আপনাকে বলা দরকার। আপনি পরিবর্তন হলে দেশের জন্য ভালো আপনার জন্য ভালো। কখনও ভালো হলে আমার নাম টা উচ্চারণ করবেন এবং বলবেন সাব্বীর ভাইয়ার একটা পি ডি এফ বই পড়ে আজকে আমার পরিবর্তন হয়েছে। আর তখন ই ভালো লাগা কাজ করবে আমার।

কে না চায় নিজের ভালো। আর যদি মনে করেন মাসে ৫/১০ হাজার কামাবো তাইলে ঠিক আছে আপনার জন্য।

এটা তাদের জন্য যারা মাসে সিক্স ডিজিট মানে ১/২ লক্ষ্য+ টাকা কামাতে চায় তাদের জন্য এই শেখা বাধ্যতামূলক।

আমার ছেলে সামিন অর বয়স ২ বছর। ও একটু বড় হলে আগে এই জিনিস গুলো শেখাবো তাহলে অর আর পিছে তাকাতে হবে না। টাকা ওর কাছে অটো আসবে। দিস ইস আ সিস্টেম অফ মানি মেকিং প্রসেস।

অনেকেই বলেন
এই সব ডিজাইন ইউটিউব দেখেই শেখা যায়।

মেন্টর লাগে নাকি?

কেন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেন্টরের থেকে কাজ শেখা জরুরী?

কারণ সব সময় তাদের থেকে শেখা উচিৎ, যারা ঠেকে ঠেকে শিখেছে বা কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এদের থেকে শিখলে সব সময় ছোট ছোট ম্যাটার গুলা থেকে সব শিখতে পারবেন।
প্রতিটা কাজেরই রয়েছে সফলতার গল্পের সাথে ব্যার্থতার গল্প। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস জানতে পারবেন তার থেকে কেন, কিভবে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে প্রাক্টিক্যাল কাজের প্রাধান্যতা বেশি দেওয়া হয় । যেমন টা সাঁতার বা সাইকেল চালানো কখনও শিখতে পারবেন না কোন বই বা টিউটোরিয়াল থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি প্র্যাক্টিক্যালি কারোর থেকে শিখবেন। আবার এটা ও দেখা যাচ্ছে যে হাল্কা একটু একটু সাঁতার জানে তার থেকে শিখতে গেলে ডুবে মরার চান্স কিন্তু থেকেই যাবে ।

ইভেন ডিজাইন ও শিখুন প্রফেশনাল এবং অভিজ্ঞদের থেকে। তারা টুলস শেখাবে না তবে আইডিয়া থেকে শুরু করে হিডেন এবং সিক্রেট জিনিস গুলা শিখতে পারবেন তাদের থেকে। যে জিনিস গুলা ইউটিউব, বা একাডেমিক কোর্স থেকে শিখতে পারবেন না ।

আমরা নিজেরা যখন শিখতে যায় তখন ভুলভাল শিখতে থাকি কেউ ধরার থাকে না। এর জন্য বলি প্রতিটা ক্ষেত্রেই একজন মেন্টর দরকার হয়। ইভেন মেসি, রোনালদো সাকিবদের মত বড় বড় খেলোয়ারদের একজন কোচ বা মেন্টর রয়েছে। তারা কি খারাপ খেলে? না। বরং আরও একটু ভালো খেলার জন্য কোচ দরকার।

একজন ভালো মেন্টর ই পারবে সঠিক রোডম্যাপ দেখিয়ে গাইডলাইন দিয়ে একজন ডিজাইনারের থেকে বেষ্ট আউটপুট বের করতে।

বেশ কিছুদিন আগে আমার এক স্ট্যুডেন্ট আমাকে মেসেজ দিচ্ছিলেন মান্থলি তার ছিক্স ডিজিট+ (১ লক্ষ টাকা) ইনকাম রিচ করেছ এই গুড নিউজ দিতে। তখন সে বলতে ছিলো অন্য ইন্সটিটিউটে কাজ গিলায় (মানে খাওয়াই) আর আপনি কাজ চিপে চিপে বের করেন। এর জন্য সাকসেস রেট এত্ত বেশি আপনার স্টুডেন্ট দের।

অনেক মেন্টর আছে যাদের কাজ ই শুধু কোর্স করানো। আবার অনেকে ফেসবু-কে রেগুলার ডিজাইন পোষ্ট করেন বলে বেষ্ট। অনেকের পোর্টফলিও ও নেই। চাইলে দেখাতে পারবে না।

কাউকে খারাপ বলছিনা। সবাই হয়তো যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে। সবাইকেই ইন্টার্ন একাডেমির পক্ষ থেকে অন্তর থেকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা ॥

সব সময় অভিজ্ঞদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলুন এবং আপনি অভিজ্ঞ হলে আবার নতুনদের শেখান এভাবেই পরিবর্তন হয়ে যাবে আমাদের চারপাশ । অভিজ্ঞদের সাথে গল্প করল, চা-য়ের আড্ডায় ও শিখতে পারবেন কিছু ।

কিভাবে শিখবো?
কোনো ইন্সটিটিউট তো এই সব শেখায় না।

হ্যাঁ একদম ঠিক ধরছেন, প্রতিটি ইন্সটিটিউট বা ট্রেনিং সেন্টার টুলস টা কে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর। লোগো, বিজনেস কার্ড, লেটার হেড, ব্রশিওর, স্যোসাল মিডিয়া ব্যানার, পোষ্ট ডিজাইন শেখানো ব্যস্ত।

কিন্তু গতানুগতিক ধারার বাইরে থেকে ভ্যালুএবল টপিক যেমন
- ক্রিয়েটিভ থিংকিং,
- আইডিয়া জেনারেট,
- কালার কারেকশন,
- টাইপোগ্রাফি,
- লে-আউট,
- ডিজাইন পারর্ফেকশন,
- ডিজাইনে কমিউনিকেশন স্কীলস,
- মার্কেটিং উইথ ডিজাইন,
- স্টোরি টেলিং,
- কাষ্টমার সাইকোলজি/ বিহ্যাবিয়ার,
- নিউরো মার্কেটিং ,
- কর্পোরেট সিক্রেট,
- ক্লাইন্ট হান্টিং সিক্রেট সহ

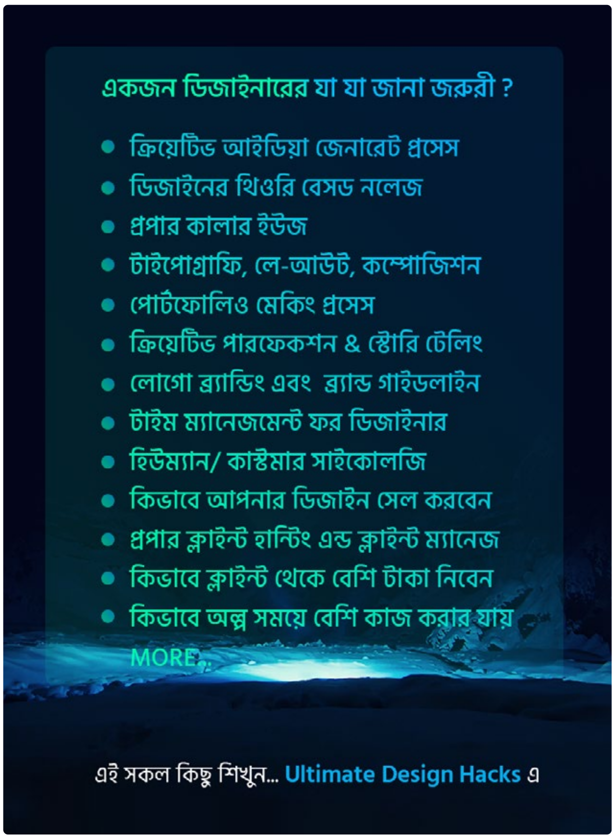

আরও হাই ভ্যালু টপিক শিখিয়ে যাচ্ছে ইন্টার্ন একাডেমির Ultimate Design Hacks এ। গ্রাফিক্স ডিজাইনের কোর্স এই সব হাই ভ্যালু টপিক বাংলাদেশে এটাই প্রথম। কেন না অন্য কেউ এই সব ব্যাপারে কথা বলতে চায় না আবার অনেকে জানেও না। তাই জয়েন করতে WhatsApps করুন **01796 80 80 44**।

যেহেতু আমি এডভার্টিজিং ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘদিন কাজ করেছি, নিজের ০৮ টা ব্র্যান্ড আছে, আবার মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি ACCA পার্ট ০২ পড়েছি এবং ডিজাইন নিয়ে গ্রাজুয়েশন করেছি। ছো সব মিলিয়ে একাকার। নিজ যেমন শিখছি তেমন শেখাতে ও পারছি।

হলফ করে বলতে পারি ইন্টার্ন একাডেমি থেকে যারা বের হয়েছে অন্যান্য হাজার ডিজাইনারদের থেকে নিমিষেই আলাদা করে ফেলতে পারবেন নলেজ এবং স্কীলস এর দিক থেকে। তারা অনেক এগিয়ে আছে কারণ তারা এই সব টপিক তাদের মাথায় থাকে। কিভাবে কি করতে হয় বা হবে।
তাই যত দেরি করবেন তত পিছিয়ে পড়বেন।

COLOR
LAYOUT
CONCEPT
CLIENT
IDEA!
FEEDBACK
SKILLS
ডিজাইনার হন
স্পাইডারম্যান এর মত

না শিখলে কি ক্ষতি হবে?

চলুন আরেকটা গল্প বলি।

করিম এবং তিতলি তাদের ছুটিতে তারা ছুটি কাটাতে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবে। করিম বাইক নিয়ে বের হয়েছে সে বাইক নিয়ে যাবে আর তিতলি যাবে প্লেনে।

এখন বলুন কে আগে যাবে? করিম না তিতলি?

নিশ্চয়ই উত্তর আসছে তিতলি। করিমের সারা দিনে ও পৌছাতে পারবে কি না সন্দেহ তবে তিতলি ৪৫ মিনিটের মধ্যে সে কক্সবাজার পৌছে যাবে।

মোরাল অফ দ্যা স্টোরি,
ডিজাইন সেক্টরে অনেকেই আছেন বা নতুন আসছেন। তবে যে আগে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে সে ই লাভবান / সাকসেস। জার্নি টা সবার ই সেইম। কে কত আগে পৌছাতে পারে সেটাই মূখ্য বিষয়।

যে আগে শিখবে তার সাকসেস এর রাস্তা তত কাছে। যারা পরে শিখবে তারা তিনটা মাস পিছিয়ে থাকবে। এই পি ডি এফ বই টা অনেকে পড়ছে তবে যে আগে কাজে লাগাতে পারবে সেই সেরা। এটা একটা সিক্রেট রেস। কেউ আপনাকে বলবে না আমি শিখছি এই গুলা। আপনাকে ও সিক্রেট রেস এ আগাতে হবে।

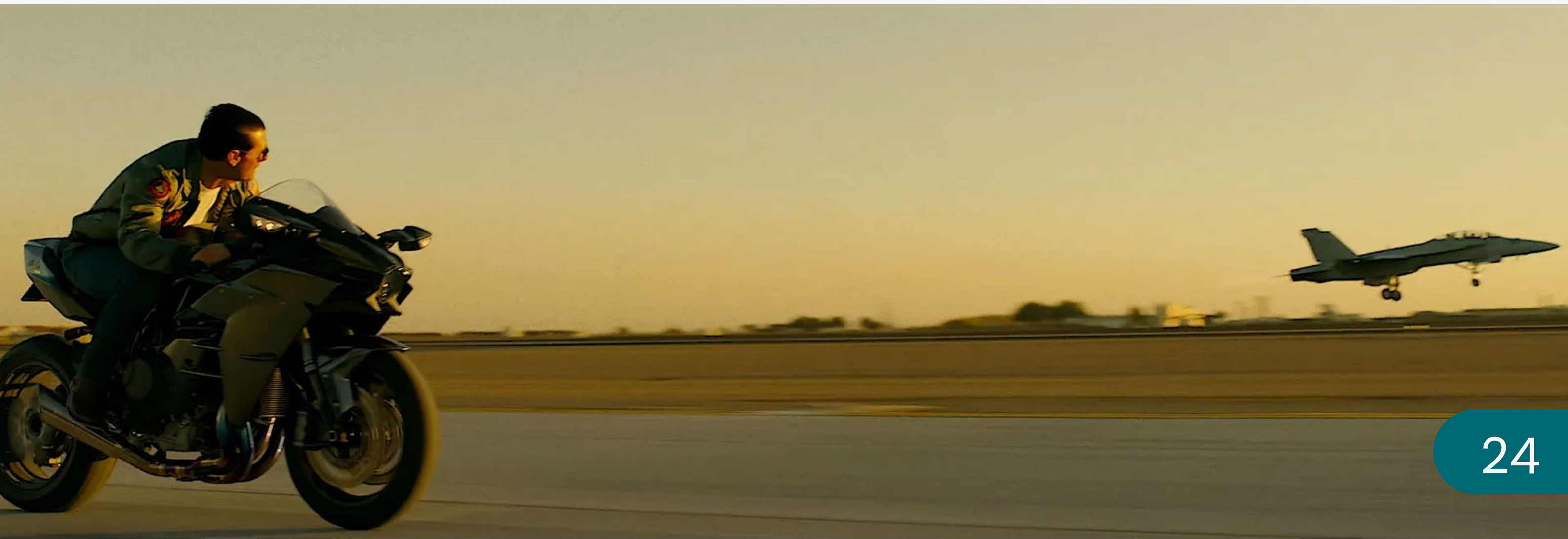

এখন কথা হচ্ছে তিন মাসে লার্নিং এর জন্য ইনভেস্ট করলেন ১০,০০০ টাকা মানে মাসে ৩৩০০ টাকা করে। এই সব ট্রিক্স শেখার পর তিন মাস পর একটা প্রজেক্ট থেকে ৫০,০০০ যদি ইনকাম করেন তাহলে পাঁচগুন বেশি কামাইলেন।

আর যদি একটা তিন মাস পিছিয়ে পড়েন তাহলে ঐ ইনকাম টা ৬ মাস পরে হবে। বাট এটা যদি প্রথম তিন মাস টা গ্রাব করে নিতেন তাহলে এমন ৫০,০০০ এর ৫/৬ টা প্রজেক্ট কম্পলিট করতে পারতেন তখন ইনকাম হইতো ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।।

এটা মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য তিন মাস পিছিয়ে পরা তে লস হইলো ২,৫০,০০০ টাকা।

এখন চিন্তা করুন লাইফের টাইমিং টা মিলে গেলেই সাকসেস।

অপরচুনিটি গ্রাব করতে হবে। সুযোগ আপনার জীবনে আসবেই আপনি প্রস্তত কি না সেটা দেখতে হবে। আপনাকে প্রস্তত থাকতে হবে। বল সামনে আসলে ঐ টাইমে ছয় মারতেই হবে। বল মিস করলেই আউট হবার সম্ভাবনা ৯৫%। দিস ইজ মোমেন্টাম। মোমেন্ট মিস করা যাবে না।

কথা গুলা পড়ার পরে মনে হচ্ছে
এখনই শিখি না হলে তো অনেক মিস করে ফেলবো।

কি তাই নাহ? একদম ই ! আবার ভাবুন। না হলে মিস কিছু করে ফেলবেন।

হ্যাঁ শুধু প্লান করেন দেখবেন টাকা ভুতে জোগাড় করছে। যেমন টা মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে হয়। পকেটে টাকা না থাকলেও নতুন ফোন কেনার জন্য টাকা কই থেকে যেন জোগাড় হয়ে যায়।

আমরা লার্নিং এ নিজের জন্য ইনভেস্ট করতে সাহস পায় না বিধায় পিছিয়ে আছি। আমি নিজে ও শিখছি প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশের হাই পেইড ৩ লক্ষ টাকার কোর্স করছি শুধু স্কীলস শেখার জন্য। কামাবো তো পরে। আমি সাব্বীর এখনও শিখছি। ইভেন আমি সবার থেকে শিখতে চাই।
আমার অফিসে জুনিয়রদের থেকে ও শিখি

পরিশেষে বলবো,

আপনি যদি একজন ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার হয়ে থাকেন তবে আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন অন্য ৯০ জনের মত। কোন কোন বিষয়গুলোর জন্য আপনি পিছিয়ে পড়েছেন? সেগুলা কে আয়ত্তে নিয়ে আসুন।

আমি যখন আপনার মতই একজন ডিজাইনার ছিলাম তখন এই বিষয় গুলা আমারও অজানা ছিল। আমিও এই ভুল গুলা করেছি , আমি চাইনা এই ভুল গুলা আপনারাও করেন। তাইতো আজকের এই সতর্ক বার্তা দিতে এসেছি ইন্টার্ন একাডেমির মাধ্যমে।

লক্ষ্য ১ মিলিয়ন সাকসেসফুল ডিজাইনার তৈরি করতে যারা ডিজাইনের ডেপথ জেনে নিজেকে একজন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসাবে তৈরি করবে।

আপনার জন্য দোয়ার রইলো আগামী দিনের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর।
আপনার হাতেই তৈরি হোক অ্যাপল, নাইকির মত ব্র্যান্ড ।

লেখক পরিচিত

প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা সাব্বীর। ছোট বেলা থেকেই যার আকাশ ছোয়া স্বপ্ন ছিলো। স্কুল কলেজের গন্ডি পেড়িয়ে করে স্বপ্নের পেশা বেঁছে নিতে অক্সফোর্ড ব্রুক্স ইউনিভার্সিটিতে ACCA (অ্যাসোসিয়েশন অব চার্টার্ড সার্টিফ-াইড অ্যাকাউন্ট্যান্টস) পড়তে শুরু করে। সেখান থেকে পার্ট ০২ পড়ার পর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, পরে আবার লেখাপড়া করে শুরু করে শান্ত-মরিয়ম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনো-লজির গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া তে। সাফল্যের সাথে ডিজাইনে গ্রাজুয়েশন করেন। এরপর বিভিন্ন এডভার্টাইজিং এজেন্সি এবং কর্পোরেটে সিনিয়র আর্ট ডিরেক্টর এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসাবে দীর্ঘ ১১ বছর যাবদ ন্যাশনাল-ইন্টারন্যাশনাল ১২০+ ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করেন। যাদের মধ্যে **কোকা কোলা, টি.কে গ্রুপ, এস এম সি, এ সি আই, ইয়ামাহা, হোলসিম সিমেন্ট, ইউনিলিভার, ডেকো লেগেসি গ্রুপ, পুষ্টি, ব্র্যাক, কিউরিয়াস, ইভ্যালি, ব্রিটিশ আমে-রিকান টোব্যাকো, চিলক্স, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ নেভি, ওরিয়েন্টাল গ্রুপ, কোচ কাঞ্চন, ফোর্ড, আমিন মোহাম্মাদ গ্রুপ, মটোরোলা, পুজোট, ডেটা সফট, সেজান জুস** সহ আরও অনেক ব্র্যান্ড।

ছোট বেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল বড় উদ্যোক্তা হবার। সেই স্বপ্ন এখন পূরণের পথে। নিজের ফ্যাক্টরি সহ সফল বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছেন এবং আপকামিং আরও বড় কয়েকটি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন।

নিজের অভিজ্ঞতা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেন ১ মিলিয়ন ডিজাইনারদের স্কীলড করে তুলবেন, যেন তারা নিজেরাই এক একটা সাব্বীর রূপে রূপান্তর হয়। আর সেই লক্ষ্যে ইন্টার্ন একাডেমির উদ্যোগ হাতে নেওয়া। সাব্বীর আহম্মেদ বলেন, ডিজাইনের রিহ্যাব হচ্ছে ইন্টার্ন একাডেমি। এখানে আসবেন মানে আপনাকে শিখতেই হবে।

সাব্বীর আহম্মেদ পেয়েছেন রাইজিং ইয়ুথ এবং সেরা ডিজাইন এন্টারপ্রিনিয়র অ্যাওয়ার্ড।

যে কোন সময় যে কোন সাপোর্ট এ সাব্বীর আহম্মেদ আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে। সাব্বীর আহম্মেদ এর সাম্পর্কে আরও জানতে এবং কানেক্টেড হতে স্ক্যান করুনঃ

Page : www.fb.com/sabbir5051s
Academy: www.fb.com/design.intern

Be the boss,
Be the game changer.